বক্তৃতা ১

ভূমিকা:

বাইবেলভিত্তিক প্রেক্ষাপট এবং পাঠ্যক্রমের রূপরেখা

প্রার্থনার সৌন্দর্য নিয়ে এই ধারাবাহিক পাঠে আপনাকে স্বাগতম। এই ১৪ টি পাঠে প্রার্থনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা গভীরভাবে ধ্যান করতে চাই। আমরা আশাবাদী, এই পাঠগুলি আপনার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হবে, এবং আপনাকে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে চলার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই প্রথম পাঠে আমরা একটি পরিচিতি তুলে ধরব এবং প্রার্থনার বাইবেলভিত্তিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করব। আমরা পরবর্তী পাঠগুলোর একটি রূপরেখাও উপস্থাপন করতে চাই।

প্রার্থনা, এটি একটি অত্যন্ত মহিমান্বিত, আশীর্বাদময়, এবং কোমল বিষয়। এটি একটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর বিষয়, কারণ প্রার্থনায় আপনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলেন, এবং ঈশ্বর আপনাকে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য আহ্বান করেন। ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, তবুও তিনি একজন ব্যক্তির এত কাছে থাকতে পারেন।। বাইবেল আমাদের শেখায় যে সর্বশক্তিমান, অনন্তকালীন ঈশ্বর এবং দুর্বল মানবের মধ্যে একটি জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব, এবং তা ঘটে প্রার্থনার মাধ্যমে। এটি এমন একটি অলৌকিক ঘটনা যে অনন্তকালীন ঈশ্বর, যিনি অনধিগম্য আলোতে বাস করেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমস্ত ক্ষমতাঁর অধিকারী—তিনি পবিত্র। তিনি মহিমাময়। তিনি সর্বশক্তিমান, মহিমান্বিত। তাঁর কাউকেই প্রয়োজন নেই।—তবুও তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত মর্ত্য মানবের সঙ্গে একটি জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক।

কে আমাদের মধ্যে একজন রাজার কাছে পৌঁছাতে পারে? আমাদের মধ্যে কে একজন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলতে পারে? কিন্তু আমাদের পক্ষে রাজাধিরাজ ও প্রভুদের প্রভুর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব—এটি এক অলৌকিক বিষয়, এক মহামূল্যবান সুযোগ। এটি অনুগ্রহ। কারণ আমরা কারা? আমরা পতিত সৃষ্টি। আমরা স্বর্গোদ্যানে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমরা ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ অমান্য করে পাপ করেছি, এবং তাই মানুষ চিরতরে বহিষ্কৃত হয়ে বাইরের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হওয়ারই যোগ্য। তবুও আমরা ঈশ্বরের কৃপার সেই আশ্চর্য ঘটনা দেখি, যেমনটি যোহন তাঁর সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬ পদে বলেন: "কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়"।

"অনন্ত জীবন" এর প্রকৃত অর্থ কী? এর অর্থ হলো, আপনি ঈশ্বরকে জানেন, তাঁকে ভালোবাসেন, এবং তাঁর সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেন। অনন্ত জীবন মানে শুধু মৃত্যুর পরে নয়, এটা এই পৃথিবীতেই শুরু হয়। এই পার্থিব জীবনে মানুষ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করতে শেখে। পবিত্র আত্মা তাদের পরিপূর্ণ করে, এবং তারা প্রভু যীশুর জন্য ও তাঁর সঙ্গে জীবন যাপন করতে শুরু করে। তারা এক নতুন ও ধার্মিক জীবনযাত্রায় প্রভুর সঙ্গে চলতে থাকে। এই জীবনেই একজন ব্যক্তি মনঃশান্তির অভিজ্ঞতা লাভ করে।

তখন একজন ব্যক্তি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায়। তিনি তাঁর প্রিয় সর্বশক্তিমান বাহুতে শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্রাম করেন। ঈশ্বর তাঁর পালক হয়ে ওঠেন, এবং তিনি আর কোনো অভাব অনুভব করেন না। সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেমময় যত্নে আশ্রয় ও বিশ্বাস রাখতে পারেন। তাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা, তাঁর রক্তের মাধ্যমে, ক্রয় করা হয়েছে। তাঁর মধ্যে বাস করেন পবিত্র আত্মা। স্বর্গ তাঁর গৃহ। আর এই পৃথিবীতে তিনি আহ্বানপ্রাপ্ত হোন ঈশ্বরের বাক্য শুনতে এবং সেই বাক্য ও ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হতে। তিনি আহ্বানপ্রাপ্ত হোন ঈশ্বরের সঙ্গে এক সম্পর্কপূর্ণ জীবন যাপন করতে; আর সেই জীবনই প্রার্থনার জীবন।

তবুও, প্রায়শই দেখা যায় ঈশ্বরের সন্তানরাও ব্যক্তিগত প্রার্থনাকে উপেক্ষা করার প্রলোভনে পড়ে যায়। তখন এই জীবনের উপর ও জীবনের সমস্যাগুলোর ওপর তারা অত্যধিক মনোনিবেশ করে ফেলে। অনেক সময় ঈশ্বরের সন্তানরা মাটির ধূলোর মধ্যে হামাগুড়ি দেওয়া একটি শুঁয়োপোকার মতো হয়ে পড়ে, অথচ তাদের ডাকা হয়েছে একটি প্রজাপতির মতো আকাশে উড়ে যেতে—যে আনন্দ পায় সূর্যের আলো ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে। ঠিক তেমনি, ঈশ্বরের এক সন্তান প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে উড়ে যেতে আহ্বানপ্রাপ্ত, যাতে সে ঈশ্বরের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও উপভোগ করতে পারে—যা ঈশ্বরের আছে এবং যা ঈশ্বর আমাদের দেন। এটি একমাত্র অনুগ্রহ যে আমরা ঈশ্বরকে ডাকতে পারি। এটি একটি অলৌকিক ঘটনা, যেটি আমরা যিশাইয় ৫৭:১৫ পদে দেখতে পাই —যেখানে লেখা আছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর উচ্চ স্থানে বিরাজ করেন, কিন্তু তবুও তিনি দৃষ্টিপাত করেন সেই দীন-দুঃখীদের প্রতি, যারা তাঁর বাক্যের প্রতি কম্পিত চিত্তে শ্রদ্ধাশীল।

প্রার্থনার মাধ্যমে একজন দুর্বল মানুষ সর্বশক্তিমান, মহিমাময় ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। পবিত্র আত্মার কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভিজ্ঞতা হয়। তাই, যখন ঈশ্বরের আত্মা আমাদের প্রভুর সঙ্গে সহভাগিতাঁর জীবনে পরিচালিত করেন, তখন তিনি আমাদের নানা শিক্ষা দেন। ঈশ্বরের আত্মা একজন পাপীকে প্রথম যেটা শেখান, তা হলো প্রভুর প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তখন সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের মহিমা ও মহত্ত্বের এক গভীর প্রভাব ধারণা লাভ করেন এবং উপলব্ধি করেন যে ঈশ্বর অবশ্যই গৌরব, প্রশংসা ও আরাধনার প্রাপ্য। একই সময়ে, পবিত্র আত্মা যিনি চোখকে আলোকিত করেছেন, সেই ব্যক্তিকে নিজেকে একজন দুর্বল, পাপপূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখতে সহায়তা করেন। তিনি দুর্নীতিতে পূর্ণ। তখন এই কলুষিত পাপী এই মহান ঈশ্বরের সামনে আরাধনায় মাথা নত করে, যিনি অত্যন্ত মহিমান্বিত ও উচ্চে উত্থিত। তারপর, সে অনুরোধ করে যেন খ্রীষ্টের রক্তে শুচি ও ধৌত হতে পারে, এবং যেন আরও বেশি ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা তাকে এমন এক জীবনযাত্রায় পরিচালিত করেন যা উৎসর্গ ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ—এই সদাপরোপকারী, মহিমাময় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

তখন অভিজ্ঞতা হয় ঠিক যেমন রাজা সলোমন প্রথম রাজাবলি আট অধ্যায় ২৩ পদে প্রার্থনা করেছিলেন —"হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, উপরিস্থ স্বর্গে বা নিচস্থ পৃথিবীতে তোমার তুল্য ঈশ্বর নাই। সর্বান্তঃকরণে যাহারা তোমার সাক্ষাতে চলে, তোমার সেই দাসগণের পক্ষে তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক।" তারপর, একজন ব্যক্তি ঈশ্বরকে আরাধনা করতে শেখে, তিনি যা দেন তাঁরজন্য নয়, বরং তিনি যিনি, সেইজন্য।

আরাধনা হলো প্রার্থনার সর্বোচ্চ রূপ। এটি স্বর্গীয় মহিমায় পূর্ণতা লাভ করবে, যেখানে প্রভু স্তব ও আরাধনা গ্রহণ করবেন। এখন পৃথিবীতে, প্রার্থনা ও মিনতি ঈশ্বরের ভান্ডার খুলে দেওয়ার চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ঈশ্বর আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি দিতে পারেন। তিনি আশ্চর্য কাজ করতে পারেন। শক্তি পুনরায় নবীকৃত হতে পারে। অশ্রু মুছে যেতে পারে। প্রার্থনার মধ্যেই যুদ্ধ লড়া ও জয়লাভ হয়। সংগ্রাম চলে, এবং প্রভুর পথ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। প্রার্থনার মাধ্যমেই মানুষ জ্ঞান লাভ করে এবং দৈনন্দিন জীবনের জটিল প্রশ্ন ও সমস্যার মধ্যেও কী করা উচিত তা জানতে পারে। জীবনের কোনো নির্দিষ্ট পথে চলার জন্য প্রার্থনার মাধ্যমেই আলো লাভ হয়। প্রার্থনার মাধ্যমেই প্রভুর প্রতি প্রেম ও আনন্দ লাভ হয়, এবং একটি দৃঢ় আশা জন্মায়।

সুতরাং, একজন ঈশ্বরের সন্তানের জীবনের প্রধানতম কাজ হলো প্রার্থনা করা। প্রার্থনা একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর প্রধান কার্য। জার্মান সংস্কারক মার্টিন লুথার এ কথাই শিখিয়েছিলেন—যেমন একটি মুচি জুতো মেরামত করে এবং একটি দর্জি জামা সেলাই করে, ঠিক তেমনই একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী প্রার্থনা করে। সেটাই তাঁর কাজ। প্রভু পাপীদের নতুন করে গড়ে তোলেন যাতে তারা ভাববাদী, রাজা ও যাজক হয়। ঈশ্বরের সন্তান রাজা হয়ে ওঠে কারণ সে সাহসের সঙ্গে শয়তান ও পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং পরবর্তীতে খ্রীষ্টের সঙ্গে মহিমায় রাজত্ব করবে। ঈশ্বরের সন্তান ভাববাদী হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তারা ঈশ্বরের বাক্য বোঝে, ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে এবং প্রভু যীশুর সাক্ষী হয়। তারা যাজক হয়ে ওঠে কারণ তারা নিজেদের একটি জীবন্ত উৎসর্গ হিসেবে প্রভুকে অর্পণ করে; তাদের সম্পূর্ণ জীবন প্রভুর প্রতি নিবেদিত হয়, এবং তারা নিজেদের প্রার্থনার জন্য উৎসর্গ করে।

তাহলে, আমরা বলতে পারি একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জীবন প্রার্থনা দ্বারা চিহ্নিত। প্রকৃত প্রার্থনা ছাড়া আত্মিক জীবন নেই। কিছু শব্দকে ভাবনাহীনভাবে উচ্চারণ করা মাত্র যদি প্রার্থনা হয়, তাহলে সেটি প্রকৃত প্রার্থনা নয়। যখন প্রার্থনা কেবল আনুষ্ঠানিক, অথবা যখন প্রার্থনা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকে, তখন তা আত্মিক জীবনের অভাবকে প্রকাশ করে। যখন প্রভুর জন্য কোনো আকুলতা থাকে না, ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যখন প্রভুর জন্য তৃষ্ণা অনুপস্থিত, যখন পাপ স্বীকারের প্রয়োজন বোধ হয় না এবং ঈশ্বরকে

আরাধনা ও মহিমান্বিত করার ইচ্ছাও থাকে না—তখন আপনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন যে এমন ব্যক্তি খ্রীষ্ট বিশ্বাসী নন, এবং তা তাঁর প্রার্থনার অভাব দ্বারা প্রকাশ পায়।

পবিত্র শাস্ত্রে আমরা দেখি, ঈশ্বরের সন্তানরা পুরুষ ও নারী প্রার্থনাশীল ব্যক্তি ছিলেন। আমরা অব্রাহাম সম্পর্কে পড়ি, তিনি কীভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, কীভাবে ইয়োব তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, কীভাবে মোশি জনগণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন—এবং আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রাচীন মন্ডলী প্রার্থনায় যুক্ত ছিল। যখন পিতর কারাগারে বন্দী ছিলেন, তখন যিরূশালেমের মন্ডলী তাঁর জন্য অবিরত প্রার্থনা করেছিল। আমরা দেখি, ইসহাক মাঠে গিয়ে প্রার্থনা করতেন। দানিয়েল দিনে তিনবার যিরূশালেমের দিকে জানালা খুলে প্রার্থনা করতেন। দাউদ মাঝরাতে জেগে উঠে প্রভুকে উপাসনা করতেন। পৌল ও সীল বন্দী অবস্থায়, তাদের পিঠ নির্মম প্রহারে রক্তাক্ত হওয়া সত্ত্বেও, প্রভুকে উপাসনা ও স্তব করতেন।

এমনকি প্রভু যীশু প্রার্থনায় নিবেদিত ছিলেন, যদিও তাঁর কোন পাপ স্বীকার করার ছিল না, যদিও তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ছিল। তিনি দুষ্ট আত্মাদের আদেশ দিতে পারতেন। তিনি বাতাস ও ঢেউকে আদেশ দিয়েছিলেন, এবং সেগুলো তাঁর কথা মেনে নিয়েছিল। তিনি মানুষকে সব ধরনের অসুস্থতা থেকে মুক্তি দিতে পারতেন। তিনি সর্বশক্তিমান ছিলেন, তবুও তাঁর প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল। তাঁর প্রয়োজন ছিল নিজেকে এই পাপময় জগতের পরিবেশ থেকে আলাদা করা এবং প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর পিতাঁর সঙ্গে সম্পর্ক অন্বেষণ করা। তাই আমরা সুসমাচারে বারবার পড়ি—যা আমরা এই বক্তৃতাগুলিতে পরে দেখতে পারব—যে প্রভু যীশু একা প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন।

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা,সর্বপ্রথমে প্রার্থনার পুরুষ ও নারী ছিলেন। এটি প্রার্থনার মাধ্যমেই একজন তাঁর দুর্বলতাকে অনুভব করে। যখন কেউ ঈশ্বরের সামনে একা থাকে এবং নিজের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে উজাড় করে দেয়, তখন সে বুঝতে পারে যে তাঁর ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন। প্রার্থনায় একজন পাপী নিজের দুর্দশা উপলব্ধি করে, আর সেই দুর্দশা হলো, আমাদের স্বভাবগতভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ঈশ্বরের পরিবর্তে নিজেদের ভালোবাসি। এটাই আমাদের দুর্দশা, এবং এটাই প্রভু আপনার সামনে প্রকাশ করেন।

ব্যক্তিগত প্রার্থনায়, আপনি প্রকৃতপক্ষে কে, আপনি দেখতে শুরু করেন, এবং তাই আপনি নিজেকে নম্র করেন। আপনি আপনার পাপময় প্রবৃত্তিগুলিকে ঘৃণা করেন। আপনি আপনার ব্যক্তিগত পাপের জন্য শোক প্রকাশ করেন। আপনি এটি মানুষের সামনে খুব বেশি করেন না, বরং বিশেষভাবে ঈশ্বরের সামনে করেন। এইভাবে প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক পুষ্ট হয়, এবং ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হয়, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য খ্রীষ্টের রক্ত কার্যকরী হিসেবে দেখানো হয়।

এই ব্যক্তিগত প্রার্থনার অবস্থাতেই একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের মধ্যে আনন্দ করতে শেখে। হৃদয় থেকে ঈশ্বরের প্রতি এক গভীর ভালবাসা প্রবাহিত হয়। এভাবেই ঈশ্বরের আত্মা আমাদের শিক্ষা দেন। তারপর, সেই স্থান যেখানে আপনি প্রার্থনা করেন, তা একটি পবিত্র স্থান হয়ে ওঠে। যেখানে আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে একান্তে থাকেন, সেই স্থান আপনার জন্য অমূল্য হয়ে ওঠে। ঠিক সেখানেই স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং প্রভু নেমে আসেন, আর আপনি খ্রীষ্ট যীশুর পরিত্রানের অনুগ্রহে আনন্দ করতে শেখেন। ঠিক সেখানেই আপনি ভবিষ্যতে ঈশ্বরের সঙ্গে গৌরবময় জীবনকে প্রত্যাশা করেন। সেখানে আপনি রোমীয় আট ২৮ পদ উপলব্ধি করেন—"যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে।" এটি একটি গৌরবময় এবং অত্যন্ত কোমল বিষয় যা আমরা আগামী বক্তৃতাগুলিতে অধ্যয়ন করব।

প্রার্থনা বিষয়টি নিয়ে অনেক কিছু বলা যায়, তবে আমাদের নিজেদের সীমিত করতে হবে। তবে শুরুতেই বলা যাক, ব্যক্তিগত আত্মিক সুস্থতার জন্য প্রার্থনার জীবনের মতো কিছুই এত প্রাণবন্ত নয়। এটিই সেই বিশ্বাসের জীবনের হৃদস্পন্দন, যা এটিকে এত মূল্যবান করে তোলে। প্রার্থনায় আপনি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হোন। আর স্বর্গে, প্রভু যীশু আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করেন, আপনার প্রার্থনাগুলি ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরেন।

প্রভু আমাদের প্রার্থনা করার জন্য সমৃদ্ধ অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। ঈশ্বর প্রার্থনা শোনেন। শুনুন প্রভু যীশু মথি ছয় অধ্যায় ছয় পদে,কী বলেন "কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করিও, আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্তমান,

তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও; তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন।" আর মথি ৭ অধ্যায় ৭ থেকে ১১ পদে আমরা উৎসাহজনক বাক্য পড়ি, "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।"

প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের উৎসাহিত করেছিলেন যোহন ১৪:১৩ এবং ১৪ পদে, "আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হোন। যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।" এবং পরের অধ্যায়ে, যোহন ১৫:৭ পদে, "তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।" আর প্রেরিত পৌল তাঁরলোকদের সর্বদা প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করেন (১ থিষলনীকীয় ৫:১৭)। এবং যাকোব আমাদের যাকোব একের পাঁচ পদে উৎসাহিত করেন, "যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক; তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করেন না; তাহাকে দত্ত হইবে।"

তাহলে, এখানে আপনি দেখতে পারেন কিভাবে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা পাওয়ার প্রত্যাশা করতে প্রভু আমাদের উৎসাহিত করেন, এবং এমনকি প্রভু আমাদের প্রার্থনার আগেই দিতে পারেন। যিশাইয় ৬৫:২৪ পদে বলা হয়েছে, "আর তাহাদের ডাকিবার পূর্বে আমি উত্তর দিব, তাহারা কথা বলিতে না বলিতে আমি শুনিব।" জীবনের অনেক দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা প্রার্থনার অভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। প্রার্থনার অবহেলা উষ্ণতাহীন মণ্ডলীর দিকে নিয়ে যায়, যখন যাদের ঈশ্বরের নামে ডাকা হয়েছে তারা জগতের আনন্দ, জীবনের গর্ব, এবং শরীরের লালসার দ্বারা মুগ্ধ হয় পড়ে, তখন প্রার্থনা অবহেলিত হয় এবং ফলস্বরূপ দুঃখ ও বিপদ দেখা দেয়।

এভাবেই রাজা হিষ্কিয় যিহূদার জনগণের আত্মিক অবস্থা মূল্যায়ন করেন, যা দ্বিতীয় বংশাবলি ২৯:৬ এবং ৮ পদে লেখা আছে: "কেননা আমাদের পিতৃপুরুষেরা সত্যলঙ্ঘন করিয়াছেন ও আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিয়াছেন, আর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন ও সদাপ্রভুর আবাস হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার দিকে পৃষ্ঠদেশ ফিরাইয়াছেন। এই জন্য যিহূদার ও যিরূশালেমের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ বর্তিল; তাই তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ যে, তিনি তাহাদিগকে ভাসিয়া বেড়াইবার, বিস্ময়ের ও শিস শব্দের পাত্র হইবার জন্য সমর্পণ করিয়াছেন।" এই সমস্ত কিছু প্রার্থনার অবহেলার কারণে, ঈশ্বরকে অন্বেষণ করার অবহেলার কারণে, দুঃখ-কষ্ট আসে কারণ আমরা নিজেদের প্রত্যেক আশীর্বাদের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করছি।

প্রার্থনা হল অনুগ্রহ পাওয়ার একটি মাধ্যম, কিন্তু প্রার্থনা একটি লক্ষ্যও —ঈশ্বরের মানুষজনের জন্য এই পৃথিবীতে প্রার্থনা চর্চা করা লক্ষ্য হওয়া উচিত, যেন তারা প্রার্থনার জীবন পরিচালনা করে। বিশ্বাস মানে জীবন্ত ঈশ্বরে ভরসা করা ও আশা রাখা। বিশ্বাস হল সেটি যার মাধ্যমে প্রার্থনা স্বর্গে উত্থিত হয়। রোমীয় ১০:১৪ পদে লেখা আছে, "তবে তাহারা যাঁহাতে বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে?" সুতরাং, বিশ্বাস অপরিহার্য। এই বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বর মহিমান্বিত হোন। যখন পবিত্র আত্মা ঈশ্বর একজন পাপীর ঠোঁট খুলে দেন এবং তাঁদের প্রার্থনা করতে শেখান, যাঁরা পূর্বে ঈশ্বরের প্রতি নিরব ছিল, এটি ঈশ্বরের জন্য গৌরবজনক। এটি অত্যন্ত উজ্জীবক এবং প্রাণবন্ত আত্মিক জীবনের জন্য।

সুতরাং, প্রভু যীশু প্রার্থনা সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছেন। বিশেষ করে যখন শিষ্যরা তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং শুনলেন কীভাবে তিনি এত কোমল, এত সুন্দরভাবে প্রার্থনা করছিলেন, তারা তাঁকে অনুরোধ করলেন, "আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান।" শিষ্যেরা আগে কখনো এমনভাবে কাওকে প্রার্থনা করতে শুনেনি। তারা ফরীশীদের আনুষ্ঠানিক এবং ভণ্ডামিপূর্ণ প্রার্থনার সাথে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যেভাবে প্রভু যীশু প্রার্থনা করতেন, তা ছিল মৃদু, প্রেমময় এবং ঘনিষ্ঠ। এটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তারা প্রভু যীশুকে তাদের প্রার্থনা শেখাতে অনুরোধ করলেন। তখন প্রভু যীশু তাঁদের প্রার্থনার একটি আদর্শ দিয়েছিলেন। এটিই 'প্রভুর প্রার্থনা' নামে পরিচিত।

আমরা এটি মথি ছয় অধ্যায়ে পড়ি, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক; আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও; আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি; আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর,

কারণ রাজ্য, পরাক্রম, ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই। আমেন" (পদ ৯-১৩)। আমরা এটিকেই 'প্রভুর প্রার্থনা' বলে উল্লেখ করি, কিন্তু এটি কেবলমাত্র আকারগত ভাবে মুখস্থ করে আবৃত্তি করার জন্য দেওয়া হয়নি। এটি আমাদের প্রার্থনার একটি রূপরেখা হিসেবে দেওয়া যার অনুসরণে আমরা প্রার্থনা করতে পারি, একটি 'আদর্শ প্রার্থনা' হিসেবে প্রদান করা হয়েছে, আমরা এটিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নকশা খুঁজে পাই যে কেমন ভাবে আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা সাজানো যেতে পারে।

এই ধারাবাহিক বক্তৃতায়, আমরা এই প্রার্থনার বিভিন্ন দিক, এই আদর্শ, এবং কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা বিবেচনা করতে চাই। আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরকে 'পিতা' হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে, যিনি স্বর্গে আছেন, এটি প্রার্থনায় সঠিক মনোভাব জাগানোর জন্য দেওয়া হয়েছে—একটি শিশুর মতো ভক্তি, এক প্রত্যাশা। পিতা— শব্দটি প্রেমের বিষয় বলে। তিনি স্বর্গে— তিনি সর্বশক্তিমান। এরপর প্রার্থনার প্রথম তিনটি আবেদন আমরা দেখি, যেগুলোর শুরু "তোমার" দিয়ে। সব আবেদনগুলি ঈশ্বরকেন্দ্রিক— ঈশ্বরের নাম, ঈশ্বরের রাজ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা।

তাহলে, যখন আমরা বলি ঈশ্বরের রাজ্য , "তোমার রাজ্য আইসুক," তখন এটি মণ্ডলীর সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, ঈশ্বরের রাজ্যের বিরোধিতাকারী সকল কিছুর ধ্বংস, এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের রাজত্বের অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই, এই প্রার্থনায় প্রথমে ঈশ্বরের নামে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে— "তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক" ঈশ্বর যেন সমস্ত গৌরব পান। তারপর আসে— "তোমার রাজ্য আইসুক," অর্থাৎ, ঈশ্বরের রাজ্য যেন পৃথিবীতে প্রসারণ হয়, মন্ডলী যেন বৃদ্ধি পায় ও সমৃদ্ধ হয়। এরপর বলি— "তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক।" এটি সেই প্রার্থনা যা মানুষ যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে, নিজেদের অস্বীকার করতে, নিজেদের ক্রুশ বহন করতে, এবং প্রভু যীশুকে অনুসরণ করতে শেখে।

অতঃপর, প্রভু যীশু আমাদের শেখান, আমরা যেন ঈশ্বরের কাছে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য ও প্রয়োজনীয়তাগুলির জন্যও প্রার্থনা করি। আমরা এই প্রয়োজনগুলো প্রভুর সামনে উপস্থাপন করতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি যে তিনি আমাদের সমস্ত সরবরাহের একটি অবিরাম উৎস এবং তাই আমাদের সন্তুষ্ট ও বিশ্বাসী মনোভাব নিয়ে থাকা উচিত। তারপর, প্রভু যীশু আমাদের শিক্ষা দেন, আমাদের সমস্ত পাপের ক্ষমা চাইতে, কারণ আমাদের উচিত প্রতিদিনের পাপ ঈশ্বরের সামনে স্বীকার করা। আর প্রভু যীশু আমাদের দেখান, যদি ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করেন, তাহলে যে আমাদেরও অন্যদের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়া উচিত। যদি আমরা অন্যদের ছোট ঋণ ক্ষমা করতে না পারি বা ইচ্ছুক না হই, তবে ঈশ্বরও আমাদের বড় ঋণ ক্ষমা করবেন না।

ঈশ্বরের সন্তানরা এখনও এই প্রলোভনপূর্ণ জগতেই বাস করেন, আর তাঁদের হৃদয় মন্দের প্রতি ঝুঁকে থাকে। শয়তান ঈশ্বরের সন্তানদের আক্রমণ করে, এবং তাই আমাদের প্রতিদিন প্রার্থনা করতে হবে যাতে আমরা প্রলোভনের দিকে পরিচালিত না হই বরং শয়তানের শক্তি থেকে মুক্তি পাই। আমরা ঈশ্বরের পরিচর্যার উপর নির্ভরশীল, যে তিনি আমাদের প্রলোভনের মুখে না ফেলেন। এরপর, প্রভু যীশু আমাদের প্রার্থনায় একটি প্রার্থনা করার ভিত্তি প্রদান করেন, যাকে আমরা প্রার্থনার ভিত্তি বলি, — একটি অনুনয়ের স্থান, এমন কিছু যার ওপর আপনি আবেদন জানাতে পারেন, আপনার প্রার্থনার একটি ভিত্তি। আর সেই ভিত্তি হল—তাঁর রাজ্য আসবে, এবং ঈশ্বরের সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে আমাদের উদ্ধার করার, এবং তিনি সবকিছু তাঁর মহিমার জন্য করেন। আর তাই, এটি শেষ হয়— "রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই।" এবং প্রার্থনা শেষ হয় ছোট একটি শব্দে— "আমেন।" তবে এই ছোট্ট শব্দটির মধ্যেও রয়েছে গভীর অর্থ, "আমেন" যদি তা বিশ্বাস সহকারে বলা হয়। আমাদের আশা, ভবিষ্যতের পাঠে আমরা এই "আমেন"। আমেন। আমরা এই বক্তৃতাগুলোর একটিতে এই ছোট্ট শব্দ "আমেন" নিয়ে আলোচনা করার আশাও রাখি — যার মধ্যে রয়েছে অপার অনুগ্রহ ও শক্তি।

এই প্রার্থনার আদর্শ অনুসরণ করলে আমরা উপলব্ধি করব, প্রার্থনা আসলে এক উদ্দীপনাপূর্ণ ও অনুপ্রেরণাদায়ক বিষয়। কারণ ঈশ্বরের সন্তানেরা কোনো দূরবর্তী এবং অজানা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন না, বরং এমন এক ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন যিনি ঘনিষ্ঠ। তিনি আমাদের জানেন, এবং তিনি আমাদের বুঝতে দেন যে তিনি আমাদের জানেন এবং তিনি আমাদের যত্ন নেন; ঈশ্বরের এই যত্নের অনুভব বিশেষ করে ব্যক্তিগত প্রার্থনায় ঘটে তাহলে, প্রভুর প্রার্থনার এই বিভিন্ন আবেদন ছাড়াও প্রার্থনার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ব্যবহারিক বিষয়ও রয়েছে আমরা এই বক্তৃতায় আলোচনা করতে চাই, সেগুলোও আমরা পরবর্তী বক্তৃতাগুলোতে আলোচনা করবো। — যেমন: আমাদের কখন প্রার্থনা করা

উচিত বা কাদের সঙ্গে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, পরিবারের সঙ্গে কীভাবে প্রার্থনা করা উচিত? তাছাড়া, উদাহরণস্বরূপ, প্রার্থনার বিষয়বস্তু কী হতে পারে? অন্যভাবে বললে, কোন রূপরেখা অনুযায়ী আমাদের প্রার্থনা করা উচিত? কীভাবে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত? আমরা কি পিতাঁরকাছে প্রার্থনা করি, নাকি পুত্রের কাছে, নাকি পবিত্র আত্মার কাছে? অথবা আমরা সরাসরি প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা করতে পারি? এবং এটি কীভাবে বলা উচিত?

যারা এই বক্তৃতাগুলি অনুসরণ করছেন, তাদের অনেকেই ভবিষ্যতে পালক হতে চান, অথবা হয়তো আপনি ইতিমধ্যেই একজন পালক। তাই, একজন পালকের প্রার্থনার জীবন নিয়ে ভাবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক পালককে একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হতে হবে। এবং আমরা এটি পরবর্তী বক্তৃতায় আলোচনা করবো। তবে, প্রার্থনার সঙ্গে নানান প্রকার কঠিনতাও জড়িত থাকে, কারণ প্রার্থনার জন্য শক্তি প্রয়োজন। প্রার্থনা একপ্রকার সংগ্রাম। প্রার্থনা সহজ নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই সময়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছেন। আমরা কীভাবে প্রার্থনার জন্য সময় বের করব? কখনও কখনও, আমাদের প্রয়োজনগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা কঠিন হতে পারে, আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে শব্দে প্রকাশ করা কঠিন হতে পারে। এমন সময়ও আসে যখন আমরা ভাবি আমাদের প্রার্থনা মূল্যহীন, ঈশ্বর সেগুলো উত্তর দিচ্ছেন না, এবং তা অত্যন্ত নিরুৎসাহজনক হতে পারে। তাই, 'অপ্রাপ্ত প্রার্থনা' বলে আমরা যা বলি, সেই বিষয়টিকে আমরা কীভাবে দেখব তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও, আমাদের অবশ্যই প্রার্থনার মধ্যে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকার প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোযোগ দিতে হবে, যেন আমরা হাল না ছেড়ে দিই, কারণ শয়তান খ্রীষ্টবিশ্বাসীর প্রার্থনার জীবনকে আক্রমণ করতে তাঁর তীর ছোড়ে । সে চায় না একজন বিশ্বাসী প্রার্থনা করুক। কারণ সে প্রার্থনাকে ভয় পায়। সে জানে না কীভাবে ঈশ্বর এই প্রার্থনাগুলোর উত্তর দেবেন, তাই শয়তান ব্যক্তিগত প্রার্থনাকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়। এজন্য, পরবর্তী বক্তৃতাগুলির একটিতে আমরা প্রার্থনার বাধাগুলো নিয়েও আলোচনা করব।

এরপর, সবশেষ বক্তৃতাটি হবে প্রার্থনার আশীর্বাদ নিয়ে। গভীর প্রার্থনার ফল হল একজন ব্যক্তির ঈশ্বরভক্তি চর্চা করা। তারপর একজন ব্যক্তি পরিত্রাণের নিশ্চয়তা লাভ করেন। তিনি প্রার্থনায় ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ অনুভব করেন। ঈশ্বরের প্রেম তাঁর হৃদয়ের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এই আশীর্বাদ লাভ করার জন্য, অবিরত প্রার্থনার জীবন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তিকে এই অনুশীলনে নিজেকে শৃঙ্খলিত করতে হবে। তাই, আমাদের অবিরত প্রার্থনা করতে হবে, এবং আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি না। এইভাবে, আপনি আপনার জীবনে অনেক ফল দেখতে পাবেন, এবং এইসব প্রার্থনার মাধ্যমেই লাভ হয়। তাহলে, আমরা কি এই বক্তৃতাগুলো শুরু করতে পারি? এটি মূলত একটি যাত্রা যেখানে আমরা প্রার্থনার বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করব, এবং আমরা আশা করি এটি আমাদের উজ্জীবিত এবং উৎসাহিত করবে।